তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯২

**বিশ্বব্যাপী নারী ও কন্যা শিশুর উন্নয়নে একসাথে কাজ করার আহ্বান প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরার**

গোপালগঞ্জ, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

কমিশন অন দ্য স্টাটাস অভ্‌ উইমেনের মিনিস্ট্রিয়াল সভায় বিশ্বব্যাপী নারী ও কন্যা শিশুর উন্নয়নে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। এ সময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে নারীর সমতা ও অধিকার নিশ্চিত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় (নিউইয়র্ক সময় সকাল) গোপালগঞ্জ থেকে সংযুক্ত হয়ে জাতিসংঘের নিউইয়র্কে ৬৫তম কমিশন অন দ্য স্টাটাস অভ্‌ উইমেনের মিনিস্ট্রিয়াল ভার্চুয়াল সভায় এসব কথা বলেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আলজেরিয়ার ন্যাশনাল সলিডারিটি, ফ্যামিলি এন্ড উইমেন বিষয়ক মন্ত্রী কাউতার ক্রিকো (Kaouter Krikou) এর সভাপতিত্বে  'Getting to Parity: Good practices towards achieving women's full and effective participation and decision making in public life' শিরোনামে মিনিস্ট্রিয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন, ইরান, সৌদি আরব, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়াসহ বিশটি দেশের জেন্ডার ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীবর্গ বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা ও সংসদ উপনেতা নারী। সরকার নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পঞ্চাশ শতাংশে উন্নীত করার অঙ্গীকার করেছেন। জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫০ তম ও দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা এসময় বাংলাদেশে জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে চাকুরীতে কোটা, সরকারের উচ্চপদে নারীর পদায়ন, ই-কমার্স, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নারী শিক্ষা বৃদ্ধিতে সরকারের বিভিন্ন উত্তম চর্চার বিষয় তুলে ধরেন। কমিশন অন দ্যা স্টাটাস অব উইমেনের ৬৫ সভা ১৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে যা আগামী ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত চলবে।

#

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯১

**ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

 এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এবং পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

#

ওয়ালিদ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯০

**ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন তথ্য ওসম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান
মাহ্‌মুদ।

 আজ সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে মওদুদ আহমদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সংবাদে এক শোকবার্তায় ড. হাছান প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/রোকসানা/পাশা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৯

**বঙ্গবন্ধু পপুলার লাইফ ১৮তম আন্তঃজেলা মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতায়**

**বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

কুড়িগ্রাম, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 বঙ্গবন্ধু পপুলার লাইফ ১৮তম আন্তঃজেলা মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা ২০২১ এর ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আজ কুড়িগ্রাম ভলিবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স -আপ দলের মধ্যে ট্রফি বিতরণ করেন।

 পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন,কিশোর বয়স থেকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ফুটবলে পারদর্শী।তিনি একজন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠকও ছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার মতোই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ও আন্তরিক। তিনি ফুটবল, ক্রিকেটসহ সব খেলা ও খেলোয়াড়দের জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন।

 কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার চেয়ারম্যান আমান উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু ও কুড়িগ্রাম পৌর সভার মেয়র মোঃ কাজীউল ইসলাম।

#

রবীন্দ্রনাথ/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৮

**‘তথ্য মন্ত্রণালয়’ এখন ‘তথ্য ও সম্প্রচার’ মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে এখন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সাংবাদিকদের একথা জানান। প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্যসচিব খাজা মিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নাম পরিবর্তনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে লিখেছিলাম, মন্ত্রিপরিষদ সেটি পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি সেটি অনুমোদন দেয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হয়ে গেজেট হয়েছে। এজন্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।’

 মন্ত্রী জানান, প্রকৃতপক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য প্রদান বা সরকারের কাজগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরা ছাড়াও সম্প্রচারের কাজটিও করে আসছে, এজন্য আমরা চাচ্ছিলাম, এই মন্ত্রণালয়ের নাম কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক এবং সেই কারণে নাম পরিবর্তন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় করার জন্য আমরা প্রস্তাব করি।

 মন্ত্রণালয়ের নামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার, যে সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম যিনি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মো: তাজউদ্দীন আহমদ, সেই সরকারের সময়ে এই মন্ত্রণালয়ের নাম ছিল তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়।’ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পরিচালনা করছিলেন, যখন এলোকেশন অভ বিজনেস ঠিক করা হলো তখন এই মন্ত্রণালয়ের নাম দেয়া হয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে এই মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে তথ্য মন্ত্রণালয় হয় উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এখন যেহেতু সম্প্রচারের কাজটি দেখভাল করি এবং করা আমাদের দায়িত্ব, সেই কারণে কাজের সাথে মিল রেখেই নাম পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া ভারত ও পাকিস্তানে এই মন্ত্রণালয়ের নাম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

 ‘কি কারণে ৮২ সালে এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনটা করা হয়েছে, তবে আমি মনে করি সেটা যথাযথ ছিল না এবং কাজের ক্ষেত্র আমাদের একই আছে। কিন্তু এ নিয়ে নানা সময়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয় সেই বিভ্রান্তি এখন থাকবে না’ বলেন ড. হাছান।

চলমান পাতা-২

**মধ্যম আয়ে উন্নীত হবার পরেও জাতিকে অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ বিএনপি**

 এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘এই মুজিববর্ষে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ পরিপূর্ণভাবে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ফাইনাল রিকমেন্ডেশন দিয়েছে জাতিসংঘ। বড়ই তাজ্জবের বিষয়, জাতির জীবনে এতবড় একটা সফলতা এলো বিএনপি এটি নিয়ে অভিনন্দন দিলো না, তারা সরকারকে অভিনন্দন দেয়া তো দূরের কথা, এই জাতিকে অভিনন্দন দেয়া, সেটি দিতেও রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে।’

 যারা ব্যর্থ ছিল তারা সবসময় সবকিছুর মধ্যেই শুধু ব্যর্থতা দেখে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি যখন দেশ পরিচালনা করেছে, তারা তো চরম ধরনের ব্যর্থ ছিল। কিন্তু দেশকে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানানোর ব্যাপারে এবং সরকারের সাথে হাওয়া ভবন খুলে সমান্তরাল একটি সরকার পরিচালনায় সফল ছিল। দেশকে জঙ্গিবাদের অভয়ারণ্য বানানোর ক্ষেত্রে তারা সফল ছিল। পাঁচশ’ জায়গায় একযোগে বোমা হামলা, একুশে আগস্টে বোমা হামলা, আদালতের মধ্যে বোমা হামলা, বিচারককে বোমা মেরে হত্যা এগুলোর ব্যাপারে তারা খুব সফল ছিল। বাকি সব ব্যাপারে তারা ছিল ব্যর্থ। এই জন্য তারা সবকিছুতেই ব্যর্থতা দেখার চেষ্টা করে।’

 দেশ যে আজকে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এটি বিএনপি দেখেও না দেখার ভান করে উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, তারা না দেখলেও, পৃথিবী কিন্তু দেখছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা, সফলতার জন্য প্রশংসা করেছে, জাতিসংঘ প্রশংসা করেছে।

 অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি এখন যেটি করার চেষ্টা করছে, সেটি হচ্ছে তিস্তা চুক্তি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো। তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়েছি। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমাদের এ ব্যাপারে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধান অনুযায়ী এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাগে। সুতরাং এখানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ব্যর্থতা নাই, একাগ্রতা আছে। রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেলে সেটি হবে। এটি বিএনপি বুঝেও না বোঝার ভান করে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এটিকে প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা করছে। আসলে বিএনপি কোনো ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না, খড়কুটো ধরেই ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করছে।’

 বেগম জিয়ার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘প্রথমত বেগম খালেদা জিয়া জামিনে মুক্তি পাননি, আদালত কর্তৃক খালাসও পাননি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে বেগম খালেদা জিয়ার আইনগতভাবে শাস্তি ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন, পরে আবার ছয় মাসের জন্য এবং তৃতীয় দফায় ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন। আমি মনে করি এতে সরকারকে, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিএনপির একটা অভিনন্দন দেয়া প্রয়োজন ছিল। প্রধানমন্ত্রী মানবিক দিক বিবেচনা করে বেগম খালেদা জিয়াকে তার শাস্তি ছয় মাসের জন্য স্থগিত রেখেছেন। কিন্তু বিএনপি সেই ধন্যবাদ দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ধন্যবাদ দেয়ার সংস্কৃতিটা তারা লালন করে না।

চলমান পাতা-৩

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জীবনজয়ের প্রতিবন্ধকতা নয় - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবি ব্যাংক আয়োজিত অটিস্টিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জীবনে কোনো কিছু জয় করার ক্ষেত্রে কখনো প্রতিবন্ধকতা নয়।

 মন্ত্রী বলেন, আমরা যদি তেমন শিশু-কিশোরকে ঠিকভাবে লালন করতে পারি, তার পরিচর্যা করতে পারি তিনিও বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিতে পারেন। দেশের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য তারাও অনেক সম্মান বয়ে নিয়ে আসতে পারে, ইতিহাস সেটিই প্রমাণ করে।

 অটিস্টিক শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করায় মন্ত্রী এবি ব্যাংককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘এবি ব্যাংক দেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে প্রায় চারদশক ধরে অনেক অবদান রেখেছে।

 মন্ত্রী এ সময় বলেন, ‘আজকে আমাদেরকে কেউ আর দরিদ্র বলে অবজ্ঞা করতে পারবে না। পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে শিরোনামও লিখতে পারবে না। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছরে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা জাতিসংঘ কর্তৃক ফাইনাল রিকমেন্ডেশন পেয়েছি- ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার মিলিত রক্তস্রোতের বিনিময়ে অর্জিত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নলালিত আমাদের বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ।

 এবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ এ রুমী আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক আফজাল।

#

আকরাম/রোকসানা/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৭

**উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা প্রদান করতে হবে**

 **-- ফজলে নূর তাপস**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে নতুন ভাবে যুক্ত হলো আরো ১টি নতুন সেবা, আজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কনফারেন্স রুমে প্রধান অতিথি হিসাবে বিডা’র অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ‘ট্রেড লাইসেন্স প্রদান’ শীর্ষক সেবা উদ্বোধন কালে এ কথা বলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস।

 অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ দূরদর্শী নেতৃত্বে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছিল তখন অনেকেই তা বিশ্বাস করেনি, মাত্র ১২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। মাথাপিছু আয়, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, আইটি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সামনে রয়েছে ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপকল্প, যেখানে যাবতীয় সেবা হবে স্বচ্ছ ও দ্রুত, জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে বহুগুণ আর সেই রূপকল্প সামনে রেখেই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কাজ করে চলছে। এসময়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ‘ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান’ শীর্ষক সেবা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন এবং বিনিয়োগ সেবাগুলো সহজীকরণের জন্য বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানান। এসময়ে তিনি আরো বলেন ‘এখন থেকে যথাযথ কাগজ পত্র প্রেরণ করে ও অনলাইনে নির্ধারিত ফি প্রদান করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঘরে বসেই ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যাবে, যার ফলে দেশি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং ইজ অভ্ ডুইং এ দেশের উন্নয়ন ঘটবে।

 মহান স্বাধীনতার মাসে বক্তব্যের শুরুতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে সভাপতির বক্তব্যে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন ‘প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, গত একযুগের উন্নয়নে বিশ্বে আজ বাংলাদেশ বিস্ময়। সামনে দেশের কিছু টার্গেট আছে তা হলো ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্য উন্নত দেশে পরিণত হওয়া, যা দেশি এবং বিপুল বিদেশি বিনিয়োগের ওপরে নির্ভরশীল। আর বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ রয়েছে। তাই অধিক হারে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উন্নত মানের বিনিয়োগ সেবার বিকল্প নেই। ‘এ সময়ে তিনি আরো বলেন ‘বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের সাথে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান সেবা যুক্ত হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা এখন অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই আরো দ্রুত সেবা পাবেন। এখন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে ১২ টি সংস্থার মাধ্যমে ৪২ টি সেবা প্রদান করা হলেও চলতি বছরের মধ্যেই ৩৫টি সংস্থার মাধ্যমে ১৫৪ প্রদান করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 অনুষ্ঠানে উম্মে রুমানা তুয়ার সঞ্চালনায় বিডা’র মহাপরিচালক মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং বিডা’র পরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রয় অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ওপরে সংক্ষিপ্ত ভিডিও উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন।

#

প্রশান্ত/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৬

**আগামীকাল শুরু হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের**

**জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 আগামীকাল ১৭ই মার্চ ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে বর্ণাঢ্যভাবে শুরু হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধান অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্।

 ১৭ই মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে প্রতিদিন পৃথক থিমভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অডিওভিজুয়াল এবং অন্যান্য বিশেষ পরিবেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আগামীকালের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের থিম ‘ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়’।

 শিশুশিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত এবং এর পরপরই শত শিশুশিল্পীর সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হবে। মুজিববর্ষের থিম সং-এর মিউজিক ভিডিও পরিবেশনার পর বিমানবাহিনী কর্তৃক ফ্লাই পাস্টের রেকর্ডকৃত ভিডিও প্রচার করা হবে। স্বাগত সম্ভাষণ দেবেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য অংশে প্রচারিত হবে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইউশিহিদে সুগা’র ধারণকৃত ভিডিও বার্তা। চীনের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চীনের উপহারস্বরূপ বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য প্রদানের ভিডিও প্রচারিত হবে এই অনুষ্ঠানে। সম্মানিত অতিথি মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্’র বক্তব্য প্রদানের পর বক্তব্য দেবেন প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ‘মুজিব চিরন্তন’ শ্রদ্ধা-স্মারক উপহার প্রদানের পর সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে আলোচনা পর্ব সমাপ্ত হবে।

 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে ‘ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়’ থিমের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত অডিও-ভিজ্যুয়ালে ফুটে উঠবে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের নানা অধ্যায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অর্কেস্ট্রা মিউজিকের সাথে গান পরিবেশনা, বঙ্গবন্ধুকে প্রতিকী চিঠি উৎসর্গ, ‘মুজিব শতবর্ষের কার্যক্রম ফিরে দেখা’ শীর্ষক ভিডিও প্রদর্শন ছাড়াও বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে বন্ধু রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় থাকছে ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্করের নেতৃত্বে একটি বিশেষ পরিবেশনা। বর্ণিল আতশবাজি ও লেজার শো’র মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটবে প্রথম দিনের আয়োজনের।

 বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সীমিত আকারে ৫০০ জন আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে রাত ৮টায় শেষ হবে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি থাকবে। বর্ণাঢ্য আয়োজনের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সকল টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

#

লিপি/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৫

**বঙ্গবন্ধুর উদার ও মানবিক চেতনায় শিশুরা বড় হবে**

 **-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। জাতির পিতার নীতি-আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুর উদার ও মানবিক চেতনায় শিশুরা বড় হবে। আমাদের আগামী প্রজন্ম হবে সাহসী, ত্যাগী ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ধারক। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে আগামী প্রজন্মের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

 গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্যাপনের প্রস্তুতি ও সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, যুগ্মসচিব মোঃ মুহিবুজ্জামান ও গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

 জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রস্তুতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

 এর পূর্বে সকালে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ও সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে জাতির পিতার সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন।

#

আলমগীর/রোকসানা/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৪

**পাটখাতের উন্নয়নে সরকার কাজ করছে**

 **-- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, বলেছেন, শ্রমঘন পাটখাতের উন্নয়ন করে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা বেগবান রাখতে সরকার কাজ করছে। এজন্য সামগ্রিক পাটখাতের উন্নয়নে বস্ত্র  ও পাট মন্ত্রণালয় নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

 মন্ত্রী আজ সাভারে আমিন বাজারে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক ‘পাট ও বস্ত্র খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মশালায় একথা বলেন।

 এ সময় বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, জেডিপিসি'র নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম, অতিরিক্ত সচিব সাবিনা ইয়াসমিনসহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

 গোলাম দস্তগীর গাজী বলেন, পাটের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য আবার ফিরে এসেছে। পাটের তৈরি নানান নতুন পণ্য উদ্ভাবিত হয়েছে যা ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

 মন্ত্রী বলেন, পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগমান করতে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০, পাট আইন ২০১৭ ও জাতীয় পাটনীতি ২০১৮ প্রণয়ন করেছে সরকার। এ সকল আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

#

সৈকত/রোকসানা/পাশা/মাসুম/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৩

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী**

**ও জাতীয় শিশু দিবসে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্যাপন উপলক্ষে আগামীকাল দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামীকাল বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ জন কোরানে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ কোরান খতম অনুষ্ঠিত হবে।

 বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্যাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের শহিদ সকল সদস্যের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের ব্যবস্থা করার জন্য সারা দেশের সকল মসজিদের সংশ্লিষ্ট খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিসহ সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

শায়লা/রোকসানা/মাসুম/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮২

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা দিল মোবাইল কোম্পানি রবি**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে মোবাইল কোম্পানি রবি গত একবছরে তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা জমা দিয়েছে।

 আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে মোবাইল কোম্পানি রবি এর পক্ষে কোম্পানির প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা মোঃ ফয়সাল ইমতিয়াজ খান ১ কোটি ৮৯ লাখ ৪৫ হাজার ৩৫ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

 বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী দেশি, বিদেশি এবং বহুজাতিক কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ শতাংশের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা করা হয়।

 চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বেগম জেবুন্নেছা করিম, পরিচালক শাকিলা জেরিন আহমেদ, রবির ভাইস প্রেসিডেন্ট, পলিসি এন্ড স্টেক হোল্ডার রিলেশনস দেওয়ান নাজমুল হাসান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পাবলিক এফেয়ার্স শরিফ শাহ জামাল রাজ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২০ হাজার ৭৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক হাজার ৭১৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৬০ হাজার ৮৮৭ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৫৯৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ১৪ হাজার ৪৭৯ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮০

**একনেকে প্রায় ৫ হাজার ৬১৯ কোটি ৪৬ লাখ টাকার ছয় প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

৫ হাজার ৬১৯ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ছয় প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এরমধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৫ হাজার ৫১৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ ৫৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৪২ কোটি ৭ লাখ টাকা।

শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি ভবনে সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসব প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়।

আজ গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের এর মাধ্যমে এ বৈঠকে সংযুক্ত হন।

 অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘রাজশাহী কল্পনা সিনেমা হল থেকে তালাইমারী মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন - ১ম সংশোধিত’ প্রকল্প; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ’ প্রকল্প; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ’ প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা - ১ম সংশোধিত’ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘কন্সট্রাকশন অফ নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি - ২য় সংশোধিত’ প্রকল্প।

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

 সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হুমায়ুন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৯

**বাংলাদেশ থেকে ভারতে নৌপথে খাদ্যপণ্যের প্রথম পরিবহন ও রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধন**

**ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাড়বে - প্রতিমন্ত্রী**

পলাশ (নরসিংদী), ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নৌ-প্রটোকল চুক্তির আওতায় আজ বাংলাদেশ হতে ভারতে নৌপথে খাদ্যপণ্যের প্রথম পরিবহন ও রপ্তানি শুরু  হয়েছে। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত প্রাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক  এর জেটি থেকে ভারতগামী খাদ্যপণ্যবাহি জাহাজের যাত্রার উদ্বোধন করেন।

 এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো জোরদার করতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) নৌপথে সরাসরি ভারতে পণ্য রপ্তানি করতে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের ফলে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাড়বে। কারণ নৌপথে পণ্য পরিবহন তুলনামূলক সাশ্রয়ী। তাছাড়া কলকাতাসহ ভারতের উত্তর-পূর্বঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে খাদ্যপণ্যসহ বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

 খালিদ মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ হতে ভারতে নৌপথে খাদ‍্য
পণ‍্যবাহি  জাহাজ প্রেরণের বিষয়টি সারা পৃথিবীতে অবস্থানরত বাংলাদেশের মানুষ গৌরববোধ করবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা পেয়েছি ঠিকই কিন্তু মুক্তির লক্ষ‍্যে এগোতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুর সময়ে দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত‍্যার পর সঠিক নেতৃত্ব না থাকায় সবকিছুতে দেশ পিছিয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঝুড়ি শুধু ভরে যায়নি, ঝুড়ি ভরে নৌপথে খাদ‍্যপণ‍্য রপ্তানি করছি।

 বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য মোঃ আনোয়ারুল  আশরাফ, বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন, নৌপরিবহন সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২১/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৮

 **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন**

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল**

**সরকারি ও বেসরকারি ভবনসমূহে**  **জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামীকাল ১৭ মার্চ বুধবার সারাদেশে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আজ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৭

**বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী**

**জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে দশ দিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালা**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আগামী ১৭ই মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আয়োজিত এসব অনুষ্ঠানে দেশিবিদেশি অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে দশ দিনব্যাপীর অনুষ্ঠানমালায় প্রতিদিন পৃথক থিমভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অডিওভিজুয়াল এবং অন্যান্য বিশেষ পরিবেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

 দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ১৭ই মার্চ, ২২শে মার্চ এবং ২৬শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং ১৭ই মার্চ, ১৯শে মার্চ, ২২শে মার্চ, ২৪শে মার্চ এবং ২৬শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন। এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানগণ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১৭ই মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ্, ১৯শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে, ২২শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভাণ্ডারী, ২৪শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং এবং ২৬শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থাকবেন। এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে সীমিত আকারে ৫০০ জন আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানসহ অন্য পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানমালায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ধারণকৃত বক্তব্য প্রদর্শন করা হবে। প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠান টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

 ১৭ই মার্চ, ১৯শে মার্চ, ২২ শে মার্চ, ২৪শে মার্চ এবং ২৬ শে মার্চ তারিখের অনুষ্ঠান বিকাল ৪.৩০টায় শুরু হবে এবং রাত ৮:০০ টায় শেষ হবে। অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠান বিকাল ০৫:১৬টায় শুরু হবে এবং রাত ৮:০০টায় শেষ হবে। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা ৬:০০টায় থেকে ৬:৩০টা পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি থাকবে।

#

নাসরীন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা

Handout Number : 1276

**Prime Minister’s Message on the occasion of celebration of the birth centenary of**

**Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman**

Dhaka, 16 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

 “I extend my heartiest greetings to all the citizens of Bangladesh, expatriate Bangladeshis and people of the world on the occasion of celebration of the birth centenary of the architect of independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 Mujib Year has been declared from March 2020 to December 2021 to highlight the life and works of the Father of the Nation to the mass people, Bangabandhu’s birth centenary celebration starts with a grand opening on 17 March 2020. Along with Bangladesh, Mujib Year is being celebrated globally with the initiative of UNESCO.

 I pay my deepest homage to the Father of the Nation. I also pay my respect to all the martyrs of the 15 August 1975.

 Bangabandhu Sheikh Mujib was born in Tungipara village of Gopalganj subdivision [now district] of the then Faridpur district on 17 March 1920. From his childhood he was fearless, indomitable, brave and kind. He was conscious about politics and people's rights. The key aim of the long political life of this world leader who had keen memory and farsighted vision was to liberate the Bengali nation from the chains of subjugation, and ensure a developed life by freeing people from the curse of hunger, poverty and illiteracy.

 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was a legend. While studying at Islamia College in Kolkata, he got involved in active politics. After the famine of 1943 and the communal riots of 1946 in Kolkata, young Sheikh Mujib with his classmates and colleagues devoted himself to humanitarian activities in the affected areas daring his life. After the partition of India, he returned from Kolkata and got admitted into the University of Dhaka. Discriminatory attitudes towards the people of the East Bengal by the elite rulers of the just-liberated Pakistan hurt Bangabandhu.

 In the meantime, attacks were made on our mother tongue. Bangabandhu came forward in the struggle to establish the status and dignity of Bangla language. In 1948, 'Rashtrabhasha Sangram Parishad (State Language Movement Council)' was formed on Bangabandhu's proposal by Chhatra League, Tamaddun Majlish and other student organizations. On 11 March 1948, Bangabandhu was arrested while observing a strike to materialize the demand for recognition of Bangla as the state language. He was imprisoned thrice between 1948 and 1949. He was continuously in jail from 1949 to 1952. Both while in and out of the jail, Bangabandhu Sheikh Mujib had led the Language Movement. During the incident of killings of language movement activists on 21 February 1952, Bangabandhu was observing a hunger strike in jail.

Please Turn Over

-2-

 In continuation of the Language Movement, all major movements of Bengalees including Jukto-Front (United Front) election in 1954, the movement against military rule of Ayub Khan in 1958, the Education Movement in 1962, the Six-Point movement in 1966, the movement against Agartala Conspiracy Case in 1968, the Mass Upsurge in 1969, the General Elections in 1970 and the War of Liberation in 1971 were led by the undisputed leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The charismatic personality and influential leadership of Bangabandhu united all the freedom-aspiring Bangalees during the Liberation War. As a result, we got an independent, sovereign Bangladesh. The entity of the Bangalee nation flourished. Bangabandhu was not only a leader for the Bangalees, he was also the leader in establishing rights and emancipation of all oppressed, exploited and deprived people of the world.

 Bangabandhu Sheikh Mujib was imprisoned for at least 3,053 days during the British and Pakistani regimes just for the cause of establishing the rights of the people. It can be said that prison was his second home. In order to strengthen Awami League as a political organization, he voluntarily resigned from the cabinet in 1957. The historic 7 March speech of Bangabandhu has been recognized by UNESCO as a world documentary heritage. Bangabandhu was awarded Juliot Curie Peace Award in 1973 for his outstanding contribution to the world peace.

Under the prudent leadership of the Father of the Nation, the Indian Allied forces returned home Just within three months of independence. A total of 126 countries recognized independent Bangladesh. During his tenure Bangabandhu enacted many laws and promulgated ordinances, many of which were ahead of their time**,** including the law for maritime boundaries to govern the state. Under his direction and supervision, a secular, rights-based and equality prioritizing Bangladesh Constitution was adopted in mere 10 months. Me boldly faced major challenges of nation building by establishing a people-centric balanced public administration, activating the communication network and infrastructure destroyed during the Liberation War, rehabilitating the refugees and the violated women, controlling the law-and-order situation, repatriating the stranded Bangladeshis from Pakistan and rebuilding all the national institutions by freeing those from the grips and influences of the collaborators of the Pakistani forces. Bangabandhu started trials of the war criminals. The Father of the Nation signed the landmark Land Boundary Agreement with India. A Five-Year Plan for economic development was formulated. The GDP growth rate reached 7 percent. Within three and a half years, Bangabandhu turned war-ravaged Bangladesh into a Least Developed Country (LDC). In order to maintain good relations with all the countries in the world, he adopted the foreign policy based on the principle of 'Friendship to all, malice to none'. Bangabandhu made Bangladesh a dignified country in the world through ensuring the country's membership to the United Nations, the Commonwealth, the Organization of Islamic Cooperation (OIC), the Non-Aligned Movement (NAM) and the World Trade Organization, among others.

Please Turn Over

-3-

 When Bangabandhu Sheikh Mujib was moving forward with an aim to build a Golden Bangladesh facing all obstacles, the defeated and anti-liberation war cliques assassinated the Father of the Nation along with most of his family members on 15 August 1975, A black law titled 'Indemnity Ordinance' was enacted to prevent justice to one of the most shameful killings in history and to give impunity to the killers. After coming to power in 1996 with the people's mandate, the Awami League government repealed the black law and started the trial of Bangabandhu murder case. With the execution of the verdict of the trial, the nation got rid of the stigma.

Since 2009, the successive governments of Bangladesh Awami League have relentlessly been working to improve living standards of the people. In the meantime, Bangladesh has achieved outstanding socio-economic progress. It has fulfilled the requirements for graduating from the least developed country to developing one. Child and maternal mortality rates have drastically come down and life expectancy has risen to 73 years. Literacy and economic growth rates have grown rapidly. We have established 'Digital Bangladesh'. Youths have been provided with modern information technology instead of arms. The scope of education for girls has been widened and women empowerment has been ensured at all levels. We have modernised the Madrasa education and made it job-centric. Trials of war criminals are going on and several verdicts have already been executed. The rule of law has been established. Stability has been ensured by rooting out terrorism and putting an end to the culture of strikes. The long-awaited Land Boundary Agreement with India has been implemented. We have resolved maritime disputes with India and Myanmar and secured our rights in the Bay of Bengal. Villages are being equipped with all civic amenities. Many mega projects such as 100 Special Economic Zones, more than 28 Hi­-Tech Parks, Bangabandhu Satellite-2, deep seaport, Padma Bridge, LNG terminals, Expressways and Nuclear Power Plants, among others, are being implemented. The country is moving forward. Today we have become a self-respecting country in the world holding our heads high.

By formulating and implementing our 'Vision-2021', uVision-2041' and 'Delta Plan-2100’, we have been working tirelessly to build a hunger-poverty free developed-prosperous Bangladesh as envisioned by the Father of the Nation. In the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, let us all resolve to take Bangladesh to even higher heights in the international arena; let us determine to transform Bangladesh into a safe and peaceful home for our next generation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Ashraf /Anasuya/Parikshit/Zulfikar/Rezzakul/Asma/2021/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৫

**মুজিববর্ষ** **উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ মার্চ ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

 আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদদের।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভিক, অমিত সাহসী এবং মানবদরদি। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকারী সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কিংবদন্তীর নাম। ছাত্র অবস্থায় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে তরুণ শেখ মুজিব সহপাঠী-সহকর্মীদের নিয়ে জীবনবাজি রেখে উপদ্রুত এলাকায় আর্তমানবতার সেবায় আত্ননিয়োগ করেন। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা থেকে ফিরে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতামূলভ আচরণ তাঁকে আহত করে।

 এরমধ্যেই আসে মাতৃভাষার ওপর আঘাত। বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনবার কারাবন্দি হন। ১৯৪৯ থেকে একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অন্তরীণ অবস্থায় অনশন করেন। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ‘৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ‘৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ‘৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ‘৬৬-র ছয়দফা, ৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ‘৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ‘৭০-র নির্বাচন এবং ‘৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সন্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একসুত্রে গ্রথিত করেছিল। যার ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বিকাশ ঘটেছে বাঙালি জাতিসত্তার। জাতির পিতা শুধু বাঙালি জাতিরই নন, তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির অগ্রনায়ক।

 গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুর কেটেছে অন্তত ৩০৫৩ দিন। বলা যায় কারাগার ছিল তাঁর দ্বিতীয় আবাসস্থল। তিনি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করে গড়ে তুলতে ১৯৫৭ সালে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেসকো বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। বিশ্ব শান্তিতে অনবদ্য অবদান রাখায় জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে ‘জুলিও কুরি’ পদকে ভূষিত হন।

চলমান পাতা-২

-২-

 জাতির পিতার বিচক্ষণ নেতৃত্বে স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১২৬টি রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তদানীন্তন বিশ্ব বাস্তবতার চেয়েও অগ্রবর্তী থেকে সমুদ্রসীমা আইনসহ রাষ্ট্রপরিচালনায় নানা আইন প্রণয়ন ও অধ্যদেশ জারি করেন। তাঁর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মাত্র ১০ মাসে প্রণীত হয় একটি অসাম্প্রদায়িক, সমঅধিকার সমুন্নতকারী-সংস্কারমুক্ত সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশে জনবান্ধব ও ভারসাম্যমূলক প্রশাসন, যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো সচলকরণ, নির্যাতিত মা-বোন ও শরণার্থী পুনর্বাসন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফেরত আনা, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানি বাহিনীর দোসরদের রাহুমুক্ত করে পুনগঠন ইত্যাদি প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তিনি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করেন। ভারতের সাথে স্থল সীমানা সমস্যা সমাধানে সীমান্ত চুক্তি করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে সামিল করেন। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ -এই পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

 সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে যেন বিচার না হয় সেজন্য প্রণীত হয় দায়মুক্তির কালাকানুন- ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই কালাকানুন বাতিল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়।

 ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যেন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ায় যোগ্যতা অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। প্রবৃদ্ধি, শিক্ষার হার বেড়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। যুবসমাজের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে কম্পিউটার ও প্রযুক্তি তুলে দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। যু্দ্ধাপরাধীদের বিচার চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রায় কার্যকর হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। ভারতের সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছি। গ্রামকে শহরে রূপান্তর করা হচ্ছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

 রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমু্ক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্পে আবদ্ধ হই-বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বসভায় আরো উচ্চাসনে নিয়ে যাবো, আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

Handout Number : 1274

**President's message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day :

 “Today is I7th March, a memorable day in the history of the Bengali nation. On this day in 1920 the greatest Bangali of all time, the architect of sovereign and independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born in Tungipara of Gopalganj district. On the occasion of 101st Birth Anniversary of the Father of the Nation, I pay my deep homage to this great leader. The world is in turmoil today because of the Corona pandemic. Corona has also obstructed in organizing different programs of Bangabandhu's birth centenary. Therefore, for celebrating the birth centenary of the Father of the Nation grandiosely at home and abroad, the government has extended the period of 'Mujibbarsho' till December 16, 2021. I call upon all Bengalees living at home and abroad to celebrate this colorful celebration of the centenary with due enthusiasm and fervor.

 From his boyhood, Bangabandhu was very kind and generous to humanity but uncompromising in attaining the rights. In the early forties of the last century, having come into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu as a young student leader, got involved in active politics. He led the nation in every democratic and freedom movement including All-party State Language Action Committee formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. But he never compromised with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bangalees.

 On 7th March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping with the feelings and aspirations of the Bangalees, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, "The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence". This historic address was, in fact, the true charter of our independence. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bangalees in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished Independence on 26th March in 1971. We achieved ultimate victory through a nine-month long armed struggle. How an address can rouse the whole nation, inspire them to leap into the war of liberation for Independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example! During our war of liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the then ruler of Pakistan farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, "I am a Muslim, I know Muslims die only once. So I decided that I shall not bow down my head to them. When 1 go to the gallows, 1 will say I am a Bengalee, Bangla is my country, Bangla is my language". For his extraordinary contributions to the nation, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu, thus, emerged as a single and identical symbol to the people of Bangladesh.

Please Turn Over

-2-

 Just after independence, Bangabandhu returned home on 10th January in 1972 being free from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations including the returning of the members of allied forces to their country, framing the country's Constitution in a short time, fulfilling the basic rights of the people, eliminating corruption at all levels, launching agricultural revolution, nationalizing the industries to transform the country into 'Sonar Bangla'. But the anti-liberation forces did not give the scope for materializing that dream as this murderer group assassinated Bangabandhu and almost all of his family members on 15th August in 1975.

 In politics, Bangabandhu appears as a symbol of principle and ideals. I believe that the young generation will be able to contribute duly towards building the nation by reading valuable books on Bangabandhu's life and works written by many famous writers from home and abroad including 'Unfinished Memoirs', 'Karagarer Rojnamcha' (Prison Diary) and ‘Amar Dekha Naya Chin’ (The New China as 1 Saw) written by Bangabandhu himself. Because Bangabandhu's ideal is our source of eternal inspiration. Bangabandhu taught us how to reach the goal overcoming obstacles. Following his footsteps, under the leadership of his worthy daughter Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the country is moving towards the desired goal by successfully tackling Corona pandemic.

 In 'Mujibbarsho', let it be a pledge of all of us to turn Bangladesh into 'Sonar Bangla' by completing the unfinished tasks of Bangabandhu being imbued with the spirit of the war of liberation. Let the principle and ideals of Bangabandhu spread from generation to generation; a courageous, dedicated and idealistic leadership be built up-it is my expectation.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Anasuya/ Parikshit/Zulfikar/Shammi/Asma/2021/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭৩

**বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে নানা কর্মসূচি**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 আগামীকাল ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র পক্ষে ঐদিন গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। এ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। এ উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে সংযুক্ত হবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। স্বাগত বক্তব্য দেবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। একজন শিশু প্রতিনিধির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দুই জন শিশু প্রতিনিধির বক্তব্য ও বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণের অনুসরণে আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুর ভাষণের উপস্থাপন। গোপালগঞ্জ জেলার শিক্ষার্থীদের লেখা ‘বঙ্গবন্ধু শিশুর লেখায় শিশুর রেখায়’ বই বিতরণ, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করবেন। এ বছরের জাতীয় শিশু দিবস এর প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর হৃদয় হোক রঙিন’।

 এ উপলক্ষ্যে জেলা, উপজেলা সদরে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনাসভা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এ দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, জেলা, উপজেলা সদরে সপ্তাহব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, জনবহুল স্থানে পোস্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করা হবে। বাংলাদেশ  বেতার ও  বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি  টেলিভিশন চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিও এবং এফএম রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া শিশুর স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টি ও খাদ্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান রয়েছে।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তাবায়ন কমিটি ১৭-২৬ মার্চ, দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হবে। দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

#

আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২১/১১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭২

**তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে এ মন্ত্রণালয়ের নাম হবে ‘তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়’, ইংরেজিতে Ministry of Information and Broadcasting।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ৫৫(6) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রুলস অভ বিজনেস, ১৯৯৬ এর সংশোধনে অনুমোদন দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির এ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়।

#

শফিউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭১

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও**

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পোস্টার প্রকাশ**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানমালা আয়োজন উপলক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রচারের জন্য চারটি পোস্টার প্রকাশ করেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

 স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে পোস্টারগুলোর শিরোনাম করা হয়েছে ‘মুক্তির মহানায়ক’, ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’, ‘MUJIB 100 BIRTH CENTANARY OF THE FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMANÓ এবং ‘মুজিব চিরন্তন : THE ETERNAL MUJIB’।

 পোস্টারগুলো প্রচারের জন্য সারাদেশে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।

   

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭০

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষিকীর অনুষ্ঠানমালার আয়োজনেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে করোনা। তাই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ‘মুজিববর্ষ’র সময়সীমা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। জন্মশতবার্ষিকীর এই বর্ণাঢ্য আয়োজন যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে উদ্‌যাপনের জন্য আমি দেশবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

 বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী’র সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬-দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

 বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এরপর দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলকভাবে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা”। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

চলমান পাতা/২

-২-

 স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মিত্রবাহিনী সদস্যদের প্রত্যাবর্তন, স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

 রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বঙ্গবন্ধু রচিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ ও ‘আমার দেখা নয়াচীন’সহ তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান লেখকদের রচিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করে তরুণ প্রজন্ম আগামীতে জাতিগঠনে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। তাঁর দেখানো পথেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফলভাবে করোনা মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

 মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার। তাঁর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক, গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি।

 জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬৯

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে সকল শিশুসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারের জাতীয় শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর হৃদয় হোক রঙিন’।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে আমরা এ দিনটিকে ‘জাতীয় শিশু দিবস’ ঘোষণা করেছি। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শহিদদের।

 শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভিক, অমিত সাহসী, মানবদরদি এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। স্কুলে পড়ার সময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। ১৯৪৮-৫২’র ভাষা আন্দোলন, ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-র নির্বাচন এবং ৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

 সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

চলমান পাতা/২

-২-

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশু আইন-২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন, সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রিয় মাতৃভূমিকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। সকল শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ এবং সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে আজকের এদিনে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

 জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে আমরা আমাদের বর্তমানকে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আমাদের শিশুরা আগামীর বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক; মেধা ও প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক; আন্তর্জাতিকভাবে গৌরব বয়ে আনুক প্রিয় মাতৃভূমির জন্য - এই কামনা করি।

 আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০২১/১১০০ ঘণ্টা